بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৬ই নভেম্বর, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পছন্দনীয় বস্তু থেকে খরচ না করবে ততক্ষণ আদৌ পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, আর তোমরা যা-ই খরচ কর আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (সূরা আলে ইমরান-৯৩)

সব মু'মিনের পুণ্যকর্মের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য লাভের বাসনা থেকে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতে মু'মিনদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করেছেন, যদি তোমরা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে পুণ্যের বাসনা রাখ তাহলে স্মরণ রেখো, পুণ্য ত্যাগের বা কুরবানীর দাবি রাখে। তাই খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তোমরা ত্যাগ স্বীকার কর। সেই বস্তু কুরবানী কর যা তোমাদের কাছে অধিক প্রিয়, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা থেকে তোমরা উপকৃত হচ্ছ বা লাভবান হচ্ছ, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা তোমাদের স্বাচ্ছন্দের বিধান করছে বা আরামের নিশ্চয়তা দিচ্ছে, সেই বস্তুর কুরবানী কর যা বাহ্যতঃ তোমাদের দৃষ্টিতে তোমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার কারণ। অতএব এসব কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করা কোন তুচ্ছ বিষয় নয় বা তুচ্ছ কুরবানী নয়। ধন-সম্পদ সব যুগেই মানুষের কাছে প্রিয়বস্তু হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এর কথাই বলেন, অর্থাৎ স্বর্ণ, রৌপ্য, বিভিন্ন পশু, ধন-সম্পদ, ফসল, ফল-ফলাদি, বাগান মানুষের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে থাকে আর এসব মানুষের জন্য গর্বের কারণ, এগুলো নিয়ে মানুষ গর্ব করে। কিন্তু বর্তমান বস্তু জগতে আধুনিক প্রযুক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী মানুষকে শুধু একে অন্যের কাছেই নিয়ে আসেনি বরং এই প্রযুক্তি এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কামনা-বাসনার গন্ডিকেও অনেক বিস্তৃত করে দিয়েছে। কারো কাছে পর্যাপ্ত সম্পদ আছে কি নেই তা ভুলে গিয়ে চাওয়া-পাওয়া চরিতার্থ করার বাসনা এবং অর্থের প্রতি ভলোবাসা আর তা হস্তগত করার চেষ্টা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। এর উদ্দেশ্য হলো সুযোগ-সুবিধা হস্তগত করা আর সেসব বিলাশ-সামগ্রী মানুষের নাগালের ভেতর পাওয়া, তা পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন। বিশেষ করে উন্নত বিশ্বে এই লিপ্সা সকল সীমা ছাড়িয়ে গেছে। খোদা না করুন এসব দেশের অবস্থার যদি অবনতি হয় বা যুদ্ধের পরিস্থিতি যদি দেখা দেয় তাহলে এসব দেশে বসবাসকারী মানুষের যে কী অবস্থা হবে তা কল্পনাতীত। যাহোক এটি মূলতঃ কথা প্রসঙ্গে একটি কথা এসে গেছে কিন্তু সব

শ্রেণীর মানুষের মাঝে সম্পদের মোহ এবং প্রয়োজন বা নেসেসিটির নামে নিত্য-নতুন জিনিস বা উপকরণ হস্তগত করার বাসনা চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। প্রচার মাধ্যমের কারণে এবং বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও ব্যাপকতার কারণে দরিদ্র বা অনুন্নত বা উন্নয়নশীল বিশ্বে বসবাসকারী মানুষও এখন এসব সুযোগ-সুবিধার খবর রাখে যা উন্নত বিশ্বে রয়েছে। আর এসব দেশেও চরম দরিদ্র না হলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের কামনা-বাসনা এবং চাওয়া-পাওয়া নিত্য নতুন জিনিস হস্তগত করার পেছনে ছুটছে। যাহোক এককথায় বস্তুবাদিতা চরম রূপ ধারণ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে একথা বলা যে, নেকী বা পুণ্যের খাতিরে সেসব সম্পদ ব্যয় কর যা তোমাদের কাছে প্রিয়, নিজেদের চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দাও, নিজেদের সুযোগ সুবিধাকে পরিহার কর; এক জগত পূজারী সাধারণ মানুষের জন্য এটি অদ্ভূত একটি কথা বৈ-কি। একজন বস্তুবাদী মানুষ একথাই বলবে যে, এসব সেকেলে কথা। অথবা এটি বলবে, ঠিক আছে তোমরা দরিদ্রদের জন্য খরচ কর, কিছুটা সাহায্য কর, কিছুটা দাতব্য কাজের পিছনে ব্যয় কর কিন্তু এ কথা বলা, যে বস্তু তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তা থেকে খরচ কর, নিজ কামনা-বাসনাকে পিষ্ট কর, অন্যের চাওয়া- পাওয়া বা অভাব মোচনের জন্য ত্যাগ স্বীকার কর আর ধর্মের খাতিরে ত্যাগ স্বীকার কর; এটি তাদের দৃষ্টিতে অদ্ভূত ও হাস্যকর ব্যাপার হবে! কিন্তু পৃথিবীর মানুষ জানে না, এ যুগেও এমন মানুষ রয়েছেন যারা কুরআনের এই শিক্ষার সত্যিকার মর্ম বোঝে এবং তা অনুসরণের চেষ্টা করে। এ যুগেও এমন মানুষ বিদ্যমান যারা 'আল-বির্' অর্জনের চেষ্টা করে। অর্থাৎ এমন নেক কাজের চেষ্টা করে যা অন্যের জন্য কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারের পরম মার্গ বা পরম রূপ হয়ে থাকে। সেই নেককর্ম বা পুণ্য করার চেষ্টা করে যা সব সময় অন্যের হিতসাধনের জন্য মানুষকে ব্যতিব্যস্ত রাখে। ধর্ম প্রচার বা প্রসারের জন্য নিজের প্রাণ-সম্পদ এবং সময় কুরবানীর এক উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্ম বা সৎকর্ম করার চেষ্টা করে। সেই নেককর্মের চেষ্টা করে যা আনুগত্যের ক্ষেত্রে মানুষকে অগ্রগামী করে আর এই আনুগত্য করতে গিয়ে তারা এটি দেখে না যে, আমার কাছে কী বেশি প্রিয়। তখন সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হয়ে থাকে খোদার নির্দেশের আনুগত্য করা। সেই নেককর্ম বা সেই পুণ্যের তারা চেষ্টা করে যা তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে অগ্রগামী করে। পৃথিবীর মানুষের একটি বড় অংশ জানে না যে, এরা কারা। এরা সেই জাতি যারা মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান প্রেমিক এবং যুগ ইমামের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্রকৃত পুণ্যার্জনের মর্ম বুঝেছে। যারা পুণ্য অর্জনের জন্য পুণ্যের সেসব উজ্জ্বল মিনার থেকে সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন যাঁরা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে কল্যাণ অর্জন করেছেন আর যাঁদের কুরবানীর মানও ছিল বিস্ময়কর।

হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) মদীনার আনসারদের মধ্যে একজন সম্পদশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাঁর খেজুরের বাগান ছিল, আর সেই বাগানগুলোর ভেতর সবচেয়ে উন্নত বাগান ছিল বেয়রোহা নামের একটি বাগান যা তাঁর কাছে খুবই প্রিয় ছিল। এই বাগান মসজিদে নববীর সবচেয়ে নিকটে ছিল। মহানবী (সা.) প্রায় সময় এই বাগানে যেতেন। একটি হাদীসে বর্ণিত

হয়েছে, যখন لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়, হযরত আবু তালহা আনসারী (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে বলেন, **"আমার সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ হলো, বেয়রোহার বাগান। আমি সেই বাগানটি খোদার পথে উৎসর্গ করছি"।**

অতএব তারা এমন মানুষ যারা ছিলেন উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং পুণ্যের মাপকাঠি নির্ধারণকারী। অতএব এসব সাহাবীর দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে এই যুগের ইমাম বারংবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি তাঁর বহু উক্তিতে কুরআনের শিক্ষা এবং আদেশ-নিষেধ খোলাসা করে ব্যাখ্যা করেছেন। পুণ্য অর্জনের প্রকৃত মর্ম বুঝিয়েছেন। কুরবানী বা ত্যাগের মাপকাঠি কী তা স্পষ্ট করেছেন। সেসব পুণ্যের সে মানে প্রতিষ্ঠিত হবার নসীহত করেছেন যা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মসীহ্ মওউদ-এর মান্যকারীদের জন্য এসব আদর্শের অনুকরণ এবং অনুসরণ আবশ্যক। এক জায়াগায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"বৃথা এবং অকর্মণ্য বস্তু খরচ করে কোন মানুষই পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার খুবই সংকীর্ণ। তাই একথা হৃদয়ে গেঁথে নাও যে, অকর্মণ্য বস্তু খরচ করে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারবে না কেননা, এ সম্পর্কে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে যে, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ। **অর্থাৎ, যতক্ষণ প্রিয় থেকে প্রিয়তর এবং পরম পছন্দনীয় বস্তু খরচ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেমাস্পদ এবং প্রিয় হওয়ার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি কষ্ট সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হও, সত্যিকার পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও তাহলে তোমরা কীভাবে সফলকাম হতে পার? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কি অনায়সেই সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা তাঁদের অর্জন হয়েছে? জাগতিক উপাধি পাওয়ার জন্য কত ব্যয় স্বীকার করতে হয়, কত কষ্ট সহ্য করতে হয়, এরপর গিয়ে তুচ্ছ কোন উপাধি লাভ হয় যদ্বারা সত্যিকার আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হওয়াও সম্ভব নয়; তাহলে চিন্তা কর বা ভেবে দেখ! রাযি আল্লাহু আনহুম উপাধী যা হৃদয়কে আশ্বস্ত করে, অন্তরাত্মাকে প্রশান্ত করে এবং যা মহাসম্মানিত খোদার সন্তুষ্টির নিদর্শন তা কি এত সহজেই বা অনায়াসেই লাভ হয়েছে? আসল কথা হলো খোদার সন্তুষ্টি যা সত্যিকার আনন্দের কারণ, তা ততক্ষণ পর্যন্ত লাভ হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ সাময়িক কষ্ট সহ্য করার জন্য মানুষ প্রস্তুত না হবে। আল্লাহ্ তা'লাকে প্রতারিত করা যায় না। সৌভাগ্যবান তারা যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কষ্টের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না কেননা; সত্যিকার আনন্দ এবং চিরস্থায়ী আরামের জ্যোতি সেই সাময়িক কষ্ট সহ্য করার পরেই মু'মিনের লাভ হয়। "**

এরপর আরেক অধিবেশনে জামাতের বন্ধুদের নসীহত করতে গিয়ে সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"পৃথিবীতে মানুষ সম্পদের প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা রাখে। এ কারণেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত শাস্ত্রে লেখা আছে, কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে যে, সে নিজের কলিজা বের করে কাউকে দিয়েছে তাহলে এর অর্থ হবে নিজের ধন-সম্পদ কাউকে দেয়া। এ কারণেই প্রকৃত**

তাক্বওয়া এবং ঈমান অর্জনের প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ। অর্থাৎ সত্যিকার পুণ্যকর্ম ততক্ষণ করতে পারবে না যতক্ষণ সবচেয়ে প্রিয় বস্তু খরচ না করবে। কেননা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এবং সদ্ব্যবহারের একটি বড় অংশ সম্পদ খরচের প্রয়োজনের দিকে ইঙ্গিত করে। মানব জাতি এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি এমন একটি বিষয় যা ঈমানের দ্বিতীয় দিক বা অংশ। এটি ছাড়া ঈমান কোনভাবেই সম্পূর্ণ হয় না এবং হৃদয়ে গ্রথিত হয় না। যতক্ষণ মানুষ ত্যাগ স্বীকার না করবে, অন্যের হিতসাধন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? অন্যের উপকার এবং অন্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা আবশ্যক। আর আয়াত لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ-এ সেই ত্যাগের শিক্ষা এবং দিক-নির্দেশনাই দেয়া হয়েছে। অতএব খোদা তা'লার পথে সম্পদ খরচ করতে পারা মানুষের সৌভাগ্য এবং তাক্বওয়ার মানদন্ড বা মাপকাঠি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য আত্মোৎসর্গ করার মানদন্ড এবং মাপকাঠি কেমন ছিল দেখুন! হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি প্রয়োজনের কথা বলেন আর তিনি নিজ ঘরের সমস্ত সম্পদ নিয়ে হাজির হয়ে যান।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন সেই জামাত একথাগুলো শুনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়নি বরং এসব কথা শোনার পর ত্যাগের বা কুরবানীর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেও বেশ কয়েক জায়গায়, বেশ কয়েকটি অধিবেশনে একথা উল্লেখ করেছেন। একবার তিনি জামাতের কুরবানী এবং ত্যাগের মানকে দৃষ্টিতে রেখে বলেন, **"আমি দেখছি, আমাদের জামাতে শত শত এমন মানুষও আছে যাদের দেহে পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্রও নেই। বড় কষ্টে পায়জামা বা চাদর তারা জোগাড় করে। তাদের কোন সম্পত্তিও নেই কিন্তু তাদের অনন্ত নিষ্ঠা এবং অনুরাগ দেখে, ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততা দেখে বিস্মিত হতে হয়।"**

আরেকবার তিনি (আ.) বলেন, **"যে উন্নতি এবং পরিবর্তন আমাদের জামাতে পরিদৃষ্ট হয় তা এই যুগে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"**

তাই যারা সরাসরি তাঁর মাধ্যমে কল্যাণমন্ডিত হয়েছেন তারা এই মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির সনদ তারা লাভ করেছেন। কিন্তু এই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা কি কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছে? না মোটেই নয়। আমি যেমনটি বলেছি, আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতে নর ও নারী এবং শিশুদের মাঝে এমন এমন মানুষও রয়েছে যারা আন্তরিকতা এবং বিশ্বস্ততায় অনেক এগিয়ে আছেন। শুধু কয়েকটি জায়গায় বা বিশেষ কিছু স্থানে নয় বরং সহস্র সহস্র এমন দৃষ্টান্ত রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এমন মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন যারা لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ-এর সত্যিকার মর্ম বোঝেন। যারা কুরবানী এবং ত্যাগের ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। তাদের মাঝে পুরনোরাও আছেন এবং সেসব নতুন বয়আতকারীও রয়েছেন

যাদের আহমদীয়াত গ্রহণ করার স্বল্পকালই হয়তো কেটেছে বরং এমনও হয়তো অনেকে থাকবে যারা মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। যারা আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে প্রধান্য দিতেন জাগতিক কামনা-বাসনাকে, কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের পর ধর্মের জন্য তাদের প্রিয় সম্পদ বা যা কিছু হাতে আছে তা উৎসর্গ করার জন্য তারা প্রস্তুত হয়ে যান। এটি সেই বিপ্লব যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আনয়ন করেছেন। তিনি (আ.) মানুষের চাওয়া-পাওয়ার ধরণ বদলে দিয়েছেন। আর আজও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একথা তাদের ক্ষেত্রে সত্য প্রমাণিত হয় যে, **তাদেরকে দেখে বিস্মিত হতে হয়। তারা এমন মানুষ যাদের কুরবানী ও ত্যাগের মান দেখে বিস্মিত হতে হয়।** এমন নিষ্ঠাবান লোকদের কুরবানীর কতিপয় দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরছি। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছিলেন, **তাদের দেহ ঢাকার জন্য পর্যাপ্ত বস্ত্রও নেই কিন্তু নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় তারা খুবই অগ্রগামী।** প্রথম দৃষ্টান্ত একজন মহিলার যিনি একজন অন্ধ বা দৃষ্টি শক্তিহীন।

সিয়েরালিওন থেকে আমাদের জামাতের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেছেন, এখানে একটি জামাতের নাম হলো মিম্বারু। সেখানে একজন অন্ধ মহিলা বাস করেন। তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা লিখিয়েছেন দু'হাজার লিওন। চাঁদা সংগ্রহের জন্য যখন তার কাছে যাওয়া হয় তখন তিনি বলেন, চাঁদা পরিশোধের ব্যাপারে আমি খুবই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। অন্ধ হওয়ার কারণে চাঁদা পরিশোধ করার মতো আমার আয়ের তেমন কোন উৎসও নেই। দু'হাজার লিওন চাঁদা প্রদান করা তার জন্য অনেক কঠিন কাজ ছিল কিন্তু তিনি বলেন, আমি যেহেতু প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাই চাঁদা দিতে মনস্থ করি। চাঁদা দেয়ার জন্য তিনি তার অ-আহমদী বোনের কাছ থেকে ধার নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বোন ধার দিতে অস্বীকার করে, হয়ত এই ওজুহাতে যে তুমি অন্ধ, তোমার আয়-রোজগারের কোন উৎস নেই। জানা নেই তুমি ফেরত দিতে পারবে কিনা। সেই অন্ধ মহিলা তখন দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বা সেক্রেটারী মাল চাঁদা সংগ্রহ করতে গেলে তিনি বলেন, আমাকে কিছুটা সময় দিন। এর মাঝে তিনি দোয়া আরম্ভ করেন। তখন এক অপরিচিত ব্যক্তি গ্রামে আসে এবং তার পাশ দিয়ে যায়। তিনি ঘরের বাইরেই বসে ছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তিকে ডেকে বলেন, আমার কাছে এখন মাথা ঢাকার একটি কাপড় আছে, তুমি দু'হাজার লিওনে আমার কাছ থেকে তা ক্রয় কর। সেক্রেটারী সাহেব বলেন, অথচ সেই কাপড়ের মূল্য দশ থেকে পনের হাজার লিওন হবে। সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, এটি এত কম মূল্যে কেন বিক্রি করছো? সেই ভদ্রমহিলা বলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করতে হবে কিন্তু আমার কাছে কোন টাকা নেই তাই আমি এটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেই ব্যক্তি ঐ কাপড়টি ক্রয় করেন এবং সেই অন্ধ মহিলাকে দু'হাজার লিওন দেন আর পরবর্তীতে সেই কাপড়ও তিনি তাকে ফেরত দেন এবং বলেন, এটি আমার পক্ষ থেকে আপনি রাখুন।

বস্তুতঃ আফ্রিকার সুদূর মফস্বলে বসবাসকারী একজন অশিক্ষিতা ও বৃদ্ধা নারীর এই হলো আন্তরিকতা। নিঃসন্দেহে এই আন্তরিকতা খোদার পক্ষ থেকে সৃষ্ট। এরপর আরো কিছু ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

ভারতের রাজস্থানের মুবাল্লিগ ইনচার্জ লিখেন, এখানকার একটি জামাতের নাম হলো, বোলাভালি। সেখানে সফরে যাই। স্থানীয় একজন বন্ধুর বয়স পয়ষট্টি বছরের কাছাকাছি হবে যিনি প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তার আয়ের কোন উৎস নেই। বছরে মাত্র একশত দিন সরকারী কাজ পান। ঘরের ব্যয় নির্বাহের জন্য তার স্ত্রী কাজ করেন। তার ঘরের অবস্থাও খুবই শোচনীয়। আর্থিক কুরবানীর প্রতি যখন তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং বলা হয় যে, আপনি সামান্য প্রতীকি কুরবানী হলেও করুন কেননা; এটি মু'মিনের জন্য আবশ্যক। তিনি তখন এক হাজার পঞ্চাশ রূপী চাঁদা হিসেবে প্রদান করেন। সংগ্রহকারী বলেন, আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, আপনার ঘরের অবস্থা ভালো নয় তা সত্ত্বেও আপনি এত বড় অংক দিচ্ছেন! সেক্রেটারী সাহেব বা চাঁদা সংগ্রহকারী ব্যক্তি বলেন, আমি বললাম, আপনি এই অংকের কিছু অংশ যদি নিজের কাছে রাখতে চান তাহলে রেখে দিন। তখন সেই ভদ্রলোক কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং বলেন, এই অংক আমি খোদা তা'লার জন্যই একত্রিত করেছি, এটি আল্লাহ্‌রই। দোয়া করুন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে স্বাস্থ্য দান করেন যাতে আমি আমার প্রভুর দরবারে আরো বেশি আর্থিক কুরবানী পেশ করতে পারি।

এরপর আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে অগ্রগামী আরেকজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তির ঘটনা শুনুন। নিশ্চয় ধনবান বা সম্পদশালীদের জাগ্রত করার মত বা নাড়া দেয়ার মত একটি ঘটনা এটি। বেনীনের আমীর সাহেব লিখেন, বেনীনের কোতনু জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবকে তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ওয়াদাকারীদের একটি তালিকা পাঠান। সেখানে একজন পুরোনো আহমদী বন্ধুর নাম চাঁদাদাতাদের তালিকাভুক্ত ছিল। চাঁদা প্রদানের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে পরের দিন তিনি মিশন হাউসে আসেন এবং বলেন, আপনি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছেন যে পুরো সপ্তাহ খাবার খায়নি। দারিদ্র্যের চিত্র দেখুন, তিনি বলেন, সারা রাত আমি ক্রন্দনরত ছিলাম, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দিতে হবে অথচ আমার কাছে কোন টাকা নেই। হয়তো খোদা তা'লা আমায় পরীক্ষা করছেন। এরপর সামান্য কিছু অংক তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং বলেন, আমার কাছে এখন এটিই সর্বস্ব আর সেই অংকও হয়তো কোন স্থান থেকে তিনি ঋণ নিয়েছেন। সেই ব্যক্তি তখন চাঁদা দিয়েছেন কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের কথা চিন্তা করেন নি। চাঁদা সংগ্রহের জন্য যিনি গিয়েছিলেন তিনি বলেন, এই অধম তখন তাকে সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা প্রদান করি এবং বলি, এই অবস্থায় আপনি চাঁদা কীভাবে দিবেন? আমি আপনাকে কিছু সাহায্য করছি। তিনি তাকে সাহায্য স্বরূপ কিছু টাকা দেন। তিনি তখন দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফাহ্ ফেরত দেন এবং বলেন, আমার চাঁদায়ে আম বাকি আছে। আপনি এই অংক এখান থেকে পৃথক করে রাখুন। কাজেই এই

হলো নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা যা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, **দেহে পর্যাপ্ত বা পরিমিত বস্ত্রও নেই কিন্তু নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় তারা অনেক অগ্রগামী।**

কাদিয়ানের নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব লিখেন, জামাতে আহমদীয়া কোডিয়ারথোরে জুমুআর খুতবায় তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয় এবং হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-র ডাকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সাড়া দিতে নিষ্ঠাবানদের কিছু কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়। তখন সেখানকার লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা জুমুআর পর নিজের ঘরে যান। ঘরে গিয়ে তিনি স্বর্ণের একটি ভারি কঙ্কন বা বালা খুলে তাহরীকে জাদীদ খাতে পেশ করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামাতের মহিলাদের মাঝে ধর্মীয় প্রয়োজনে নিজেদের গয়না-গাটি বা অলঙ্কার ইত্যাদি পেশ করার বহু দৃষ্টান্ত বা অগণীত দৃষ্টান্ত সর্বত্র দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী আহমদী মহিলাদের মাঝে এটি সমমূল্যবোধ। ধর্মের খাতিরে নিজেদের পছন্দের অলঙ্কার দিয়ে দেয়ার এই বৈশিষ্ট্য আজ কেবল আহমদী মহিলাদেরই বিশেষত্ব।

জার্মানীর তাহরীকে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, এখানকার একটি জামাত হেনাও-এ তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনার শেষ হতেই এক বন্ধু তার স্ত্রীর অলঙ্কার নিয়ে তাহরীকে জাদীদের দফতরে এসে উপস্থিত হন। তিনি বলেন, সেমিনার শেষ হওয়ার পর আমরা ঘরে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি আমার ওয়াদা লিখিয়ে দিয়েছি, তুমিও কি তোমারটা লিখিয়েছ? আমার স্ত্রী বলেন, আমি কুরআনী শিক্ষা لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ অনুসারে কুরবানী করেছি। তার স্ত্রী তার বিবাহের গয়না বা অলঙ্কার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন।

লাহোরের আমীর সাহেব লিখেন, এক ভদ্রমহিলার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা ছিল উন্নত মানের। তিনি সম্পদশালীনি ও স্বচ্ছল ছিলেন। কিন্তু তাহরীকে জাদীদের টার্গেট পূরণের প্রেক্ষাপটে পুনরায় যখন তাকে অতিরিক্ত চাঁদা দেয়ার অনুরোধ করা হয় তখন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নিজের কক্ষে যান এবং অলঙ্কারের বাক্স নিয়ে এসে বলেন, এসব কিছু আমি খোদা তা'লার পথেই উৎসর্গ করব। সেসব অলঙ্কার হতে বেছে বেছে একটি ভারি বালা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন।

এখন দেখুন! একজন ভদ্র মহিলা ভারতের দক্ষিণে বসবাস করেন। বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণী আর ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন। আর একজন পাকিস্তানের পাঞ্জাবে থাকেন। আর তৃতীয় জন বসবাস করেন জার্মানীতে। কিন্তু কুরবানীর চেতনা এবং প্রেরণা এক ও অভিন্ন। এই হলো কুরবানীর সেই মান, সেই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামাতের মাঝে সৃষ্টি করেছেন। এটি খোদা তা'লারই অনুগ্রহ যা তিনি আহমদীদের ওপর করে থাকেন।

আফ্রিকার একটি দেশের নিষ্ঠাবান এক আহমদীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে সেখানকার মুবাল্লিগ লিখেন, মালির একটি অঞ্চল সিগো-তে তাকে নিযুক্তি দেয়া হয়েছে। একদিন জুমুআর নামাযের পর মুয়াল্লিম সাহেব এক ব্যক্তির সাথে এই অধমের সাক্ষাৎ করান। তিনি বলেন, ইনি

মৌলভীদের সবচেয়ে বড় বংশের সাথে সম্পর্ক রাখেন এবং তিনি বয়আত করেছেন। তিনি বলেন, আমি চাঁদা দিতে এসেছি কেননা; আজ রেডিওতে আমি চাঁদা সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্‌র খুতবা শুনেছি। মুবাল্লিগ সাহেব বলেন, এই অধম তাকে আল্লাহ্‌র পথে খরচের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আয়াত لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ শুনানোর পর তিনি আশ্চর্য হয়ে বলেন, রেডিওতে যে খুতবা শুনেছি তাতেও এই আয়াতই শুনেছি। তখন ভেবেছিলাম, পাঁচ হাজার সিফাহ্ চাঁদা দিব কিন্তু পরে শয়তান আমার হৃদয়ে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে যে, শুধু দু'হাজার সিফাহ্‌ই যথেষ্ট। এখন আপনিও একই আয়াত পুনরায় শোনালেন; আমার হৃদয়ে এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটি খোদা তা'লারই সিস্টেম বা ব্যবস্থাপনা। এখন আমি পাঁচ হাজার সিফাহ্‌ই চাঁদা দিব আর তিনি তাই করেন। নবাগত আহমদীরা আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন অনেক এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা কুরবানীকারীদের ওপর যেভাবে কৃপাবারি বর্ষণ করেন, এসব কুরবানী যেভাবে ফল বহন করে আর এর ফলে তাদের ঈমান ও নিষ্ঠায় যে উন্নতি হয় এতদসংক্রান্ত কিছু দৃষ্টান্ত এখন আমি তুলে ধরছি।

কঙ্গোর একব্যক্তি যার নাম হলো ইব্রাহীম সাহেব, তিনি লিখেন, আমি একজন কৃষক, কৃষি কাজই করে থাকি। পূর্বে আমি আর্থিক কুরবানী স্বল্পই করতাম কিন্তু যখন থেকে চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি তখন থেকে আমার ফসলের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। এখন চাঁদার গুরুত্ব আমার সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি এবং এর ফলে আমার জীবন ধারা পাল্টে গেছে।

মরিয়ম সাহেবা নামে কঙ্গোর আরেকজন ভদ্রমহিলা বলেন, আমিও কৃষি কাজই করি। এখন ফসল ঘরে ওঠানোর পর রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেছি। আমার অভিজ্ঞতা হলো, চাঁদা দেয়ার ফলে আমার আয় দ্বিগুণ হয়।

কঙ্গো থেকে আমাদের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, একজন আহমদী বন্ধুর নাম হলো, আহমদ সাহেব। তাকে চাঁদার কথা বলা হয়। তিনি তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লিখিয়েছেন বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক, অথচ তখন তাঁর কোন আয়-উপার্জন ছিল না। কিন্তু ওয়াদা লেখানোর এক সপ্তাহ পর তিনি চাকরী পান। এখন তিনি নিজের কর্মক্ষেত্রে ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন। তিনি বলেন, এসব চাঁদারই কল্যাণ।

এরপর কাদিয়ানের নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব লিখেন, কেরালার একটি জামাতের নাম হলো প্রেথাপ্রেরাম। সেই জামাতের একজন বন্ধু ফোনে খলীফাতুল মসীহ্‌র কথা উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে আফ্রিকার বিভিন্ন নিষ্ঠাবান মানুষের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যারা দারিদ্রতা সত্ত্বেও তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা তাদের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছল, তাই তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে আমার দু'লক্ষ টাকার ওয়াদা খুবই কম, আমার এই অংক বৃদ্ধি করে পাঁচ

লক্ষ লিখুন। এ কথা বলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন এবং প্রতিশ্রুতি যাতে রক্ষা করা সম্ভব হয় এ জন্য তিনি আমাকে চিঠিও লিখেন। নায়েব ওকীলুল মাল সাহেব বলেন, স্বল্পকাল পর কেরালা প্রদেশ সফরকালে তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তখন তিনি তার চাঁদার পুরো অংকই পরিশোধ করে দেন। তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার অংক বৃদ্ধি করতেই আল্লাহ্ তা'লা আমার কাজে অশেষ বরকত দিয়েছেন আর এখন আমার হাতে এত কাজ যে, সামলানো কঠিন হয়ে পড়েছে।

এরপর তাহরীকে জাদীদ-এর ইন্সপেক্টর ইব্রাহীম সাহেব বলেন, কর্নাটকের গুলবরগা জামাতের একজন খাদেম হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তার এক মাসের আয় ৭৩,৬০০ রূপী ওয়াদা লিখিয়েছেন কিন্তু পরিশোধের সময় তিনি অসাধারণভাবে তা বৃদ্ধি করে ১,০০,৫১১ রূপী পরিশোধ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাকে একটি নিদর্শন দেখিয়েছেন, একজনের কাছে তার অনেক বড় একটি অংক পাওনা ছিল। তিনি বার বার চেয়েও সেই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু একদিন সেই ব্যক্তি অপ্রত্যাশিত ভাবে আসে আর সাকুল্য অর্থ প্রদান করে এবং ক্ষমা চেয়ে নেয়।

আর্থিক কুরবানীর ফলে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে মানুষের ঈমান দৃঢ় করেন! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এতদসংক্রান্ত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। উজবেকিস্তানের একজন নতুন বয়আতকারী বন্ধুর নাম হলো, ওয়াহেদুবিচ সাহেব। তিনি বলেন, আমি বেশ কিছুকাল থেকে মস্কোতে অবস্থান করছি। অভিজ্ঞতার আলোকে আমি জানি, আমার এ বছর বা কোন নির্দিষ্ট বছরে কত আয় হবে কিন্তু এ বছর যখন আমি বয়আত করি এবং চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি আমার আয় আশ্চর্যজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। গত ১৩ বছরেও আমার ততটা আয় হয়নি যতটা এ বছর হয়েছে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচেরই কল্যাণ।

বুর্কিনাফাঁসোর কায়া অঞ্চলের মুবাল্লিগ লিখেন, তাপগো নামক গ্রামের একজন সদস্য একদিন সেখানকার মুয়াল্লিম সাহেবের কাছে এসে বলেন, তার হজ্জ্ব করার বাসনা রয়েছে কিন্তু হজ্জ্ব করার মত পর্যাপ্ত উপকরণ নেই। মুয়াল্লিম সাহেব তাকে বলেন, যদি রীতিমত চাঁদা দেন তাহলে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই আর্থিক অবস্থা শুধরে দিবেন আর হজ্জ্বে যাওয়ার ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তা'লা করবেন। এরপর তিনি রীতিমত চাঁদা দেয়া আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর তিনি এসে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার বাসনা পূর্ণ করেছেন আর আমার হজ্জ্বে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এসব কিছু চাঁদারই কল্যাণে হয়েছে। তিনি এখন হজ্জ্ব করে ফিরে এসেছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন।

বুর্কিনাফাঁসোর একটি জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেব জানিয়েছেন, একজনের ঘরে চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা বিরাজ করছিলো। তিনি একটি প্রজেক্ট আরম্ভ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু অর্থ-স্বল্পতার কারণে সেই প্রজেক্ট সম্পন্ন হয়নি। সেই দিনগুলোতেই তার জলসা সালানা

বুর্কিনাফাঁসোতে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। সেখানে আর্থিক কুরবানী গুরুত্ব সম্পর্কে শুনে সংকল্পবদ্ধ হন যে, ঘরে এসে অবশ্যই চাঁদার তাহরীকে যোগ দিব আর বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করবো। ফিরে এসে প্রথমেই বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করেন এবং ভবিষ্যতে যথাসময়ে চাঁদা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন, এরপর এক মাস যেতে না যেতেই, পারিবারিক সব সমস্যা দূরীভূত হতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে সেই প্রজেক্টও সম্পন্ন হয়। আর এসব বরকত চাঁদা দেয়ার কল্যাণেই লাভ হয়েছে।

কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, কিছুকাল পূর্বে এক বন্ধুর কোন অর্থনৈতিক লেনদেনে দুই আড়াই লক্ষ ডলারের ক্ষতি হয়। তিনি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, লাজেমী চাঁদা (আবশ্যকীয় চাঁদা) রীতিমত প্রদান করুন, এরফলে আপনার সম্পদে বরকত হবে। এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিৎ যে, চাঁদায়ে আম ইত্যাদি দেয়াও আবশ্যক। এরপর তিনি রীতিমত লাজেমী চাঁদা ইত্যাদি দেয়া আরম্ভ করেন এবং বলেন, কিছুদিন পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উক্তি আমার কর্ণগোচর হয় যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বছরের প্রথম দিকেই দিয়ে দেয়া উচিত, আমি এই নির্দেশ মান্য করতে গিয়ে বছরের প্রারম্ভেই চাঁদা দেয়া আরম্ভ করি। গত তিন বছর থেকে বছরের শুরুতেই চাঁদা পরিশোধ করে আসছি, এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'লা আমার ওপর এতটা কৃপা করেছেন যে, আমার পুরো ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে। আর শুধু ঋণই পরিশোধ হয়নি বরং আর্থিক স্বচ্ছলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খোদা তা'লার পথে খরচ করলে আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই কৃপাভাজন করেন।

কানাডার আমীর সাহেব আরো লিখেন, এক বন্ধু নিজের ব্যবসা আরম্ভ করেন আর এক হাজার ডলার তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা লেখান। তাকে বলা হয়, আগামী বছর ওয়াদা বৃদ্ধি করে আপনাকে অন্ততঃপক্ষে পাঁচ হাজার ডলার লেখাতে হবে। একই সাথে তাকে আরো বলা হয়, হুযূরের কাছে দোয়ার জন্য লিখতে থাকুন যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ওয়াদা রক্ষা করার তৌফিক দান করেন। বছর শেষে সেক্রেটারী মাল সাহেব চাঁদা নেওয়ার জন্য তার কাছে গেলে তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমার ব্যবসায় অশেষ কল্যাণ দান করেছেন আর আমি আগামী বছরের অপেক্ষা না করে এ বছরই পাঁচ হাজার ডলার প্রদান করবো এবং আগামী বছর আরো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবো।

আমেরিকার আমীর সাহেব লিখেন, সিয়াটল জামাতের এক বন্ধু বলেন, ১৯৭৪ এবং ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানে আমাদের ব্যবসা জ্বালিয়ে দেয়া হয়। যখনই আমাদের ব্যবসার ক্ষতি করা হয়েছে প্রত্যেকবারই আল্লাহ্ তা'লা বিশেষ অনুগ্রহবশে আমাদের সম্পদে বেশ কয়েকগুণ বরকত দিয়েছেন। তিনি এ বছর ১ লক্ষ ডলার ওয়াদা লিখিয়েছেন এবং বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় এত ভালভাবে তার ব্যবসা চলছে যা পূর্বে তিনি ভাবতেও পারতেন না। একইভাবে শিকাগোর আরেকজন সদস্য একটি চেক নিয়ে আসেন যাতে ৩৮ হাজার ৪শত ১৫ ডলার লেখা

ছিল। সেই সদস্যকে জিজ্ঞেস করা হয়, এই বিশেষ অংক লেখার কারণ কি? তিনি বলেন, আমার একাউন্টে যত টাকা ছিলো তার পুরোটাই আমি লিখে পেশ করছি। কাজেই এসব দেশে এমন মানুষও আছেন যারা এই উন্নত বিশ্বে বসবাস করা সত্ত্বেও ধর্মের খাতিরে কুরবানী করছেন এবং নিজেদের সর্বস্ব উজাড় করে দিচ্ছেন।

নবাগতরাও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় উন্নতি করছেন। আরব দেশের এক বন্ধু রয়েছেন যিনি ২০১১ সনের নভেম্বর মাসে বয়আত করেন, গত বছর তার স্ত্রীও বয়আত করেছেন। সেক্রেটারী মাল সাহেবকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তারা স্বামী-স্ত্রীর উভয়েই পরামর্শ করতেন, জামাতে আহমদীয়াই সত্যিকার অর্থে সর্বোত্তমভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করে তাই জামাতে আহমদীয়ার মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র পথে খরচ করা উচিত। তার স্ত্রী পূর্বে আহমদী ছিলেন না এখন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনিও বয়আত করেছেন আর এ বছর স্বামী-স্ত্রী উভয়েই প্রায় ১৪ হাজার পাউন্ড তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিয়েছেন যা স্থানীয় জামাতগুলোতে যে কোন পরিবারের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড় অংক।

লন্ডনের আমীর সাহেব লিখেন, ওস্টার পার্ক জামাতে যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করা হয় তখন একটি পরিবার ছুটিতে যাওয়ার জন্য যে অর্থ জমা করেছিল, চাঁদার তাহরীক শোনার পর তারা সেই অংক তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন এবং ছুটির সময় কোথাও যাওয়ার পরিবর্তে ঘরেই ছুটি কাটানোর সিদ্ধান্ত নেন।

নর-নারী এবং ছেলে-মেয়েদের আর্থিক কুরবানীর এমন অগণিত ঘটনা সামনে আসে। আমি যেমনটি বলেছি, এ যুগে পৃথিবীর মানুষের আকর্ষণ হচ্ছে, জাগতিক সুখ, আনন্দ এবং সুযোগ-সুবিধার প্রতি কিন্তু আহমদীরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে আর্থিক কুরবানী করে থাকে।

উগান্ডা থেকে গাঙ্গা অঞ্চলের এক মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমরা বুসো জামাতের এক সদস্যকে তাহরীকে জাদীদের ওয়াদা পরিশোধের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করি। বেচারার কাছে আর কিছুই ছিলো না, ঘরে শুধুমাত্র একটি মোরগ ছিলো যা তার ওয়াদার সমমূল্যের ছিল। তিনি সেটিই পেশ করেন এবং বলেন, আমার কাছে এখন আর কোন টাকা নেই, বাচ্চাদের স্কুলের ফিও দিতে হবে যা পরে দিব প্রথমে আমার এবং আমার পরিবারের চাঁদা গ্রহণ করুন।

আমেরিকা হতে তাহরীকে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, ১১ বছর বয়স্ক এক বালক ভিডিও গেইম ক্রয়ের জন্য পয়সা জমা করেছিল। এই বয়সের বাচ্চারা ভিডিও গেইমের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, ভিডিও গেইম ছাড়া কিছুই তাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু তাকে যখন তাহরীকে জাদীদের চাঁদা দেয়ার কথা বলা হয় তখন ভিডিও গেইম ক্রয়ের জন্য যে ১শত ডলার সে সংগ্রহ করেছিল তা তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে দিয়ে দেয়। আর এভাবে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। একইভাবে আরো অনেক ছেলে-মেয়ে নিজেদের জেব খরচের অর্থ তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে প্রদান করে।

আমেরিকার মত দেশে বসবাস করে ছেলে-মেয়েদের এরূপ মন-মানসিকতা সত্যিই প্রসংশনীয়। এমন পিতা-মাতাকে এজন্য আল্লাহ্ তা'লার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতার রীতি হলো, নিজেদের ইবাদত এবং কুরবানীর মানকে উন্নত করুন।

উগান্ডা থেকে এগাঙ্গা অঞ্চলের মুবাল্লিগ সাহেব লিখেন, আমাদের অঞ্চলের একটি জামাত নাচীরের এক তিফল নামায শিখেছে, আর এখন সে নিজের জামাতে নামায পড়ায় এবং জুমুআও পড়ায়। আমীর সাহেব তাকে উৎসাহিত করার জন্য কিছু পুরস্কার দেন। সে সেই টাকা তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। কিছুদিন পর সেই তিফল একটি জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য যায়। সেখানে নামাযের সময় হয়ে গেলে সেই তিফল সুললিত কণ্ঠে আযান দেয়। তখন সেখানে এক ব্যক্তি আনন্দের সাথে তাকে কিছু পুরস্কার দেয়। সে সেই টাকাও তাহরীকে জাদীদের খাতে চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেয়। সেই তিফলকে দেখে সেই জামাতের অন্যান্য আতফালের মাঝেও চাঁদা দেয়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোন কোন আতফাল বলে, আমরা খোদাইয়ের কাজ করে চাঁদা দিব। তারা দরিদ্র ছিল, ছোট একটি জামাত যার অধিকাংশ সদস্যই দরিদ্র কিন্তু এ বছর জামাতের ছয় জন আতফাল নিজেদের ওয়াদার চেয়ে বেশি চাঁদা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে।

অতএব পৃথিবীর সর্বত্র এবং সব প্রান্তে আল্লাহ্ তা'লা এমন নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান মানুষ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দান করছেন, যারা কুরবানীর প্রকৃত প্রেরণাকে বুঝেন। আল্লাহ্ তা'লা করুন, এই প্রেরণা যেন উত্তরোত্তর দৃঢ় হয় আর সবাই যেন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকে।

এখন তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে আমি গত বছরের রিপোর্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় গত ৩১শে অক্টোবর তাহরীকে জাদীদের ৮১তম বছর সমাপ্ত হয়েছে আর ৮২তম বছরে আমরা প্রবেশ করেছি। এখন পর্যন্ত যে রিপোর্ট এসেছে তদনুসারে এ বছর তাহরীকে জাদীদের আর্থিক ব্যবস্থাপনার অধীনে মোট ৯২ লক্ষ ১৭ হাজার ৮০০ পাউন্ড সংগ্রহ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই সংগ্রহ গত বছরের চেয়ে ৭ লক্ষ ৪৭ হাজার পাউন্ড বেশি। পাকিস্তানে বিপদ সঙ্কুল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় সেখানে কুরবানীর মান তারা ধরে রেখেছেন এবং এর ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। তারা প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর বহির্বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে জার্মানী প্রথম স্থানে রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জার্মানীতে আর্থিক কুরবানীর চেতনা অনেক উন্নত। সেখানে মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও তারা ত্যাগ স্বীকার করে চলেছেন। খুবই উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে তারা আর্থিক কুরবানী করছেন। সব জায়গা থেকে উৎকণ্ঠার সাথে মানুষ পত্র লিখে যে, দোয়া করুন আমাদের মসজিদ যেন স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্মিত হয়, এর জন্য সর্বপ্রকার কুরবানীর জন্যও আমরা প্রস্তুত। এছাড়া অন্যান্য কুরবানীর ক্ষেত্রেও তারা পুরোপুরি অংশ নিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পুরস্কৃত করুন। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। তৃতীয় স্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ স্থানে কানাডা, পঞ্চম

স্থানে অষ্ট্রেলিয়া, ষষ্ঠ স্থানে ভারত, সপ্তম স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামাত, অষ্টম স্থানে ইন্দোনেশিয়া, নবম স্থানে মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি জামাত আর দশম স্থান অধিকার করেছে ঘানা। ঘানা পিছন থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। সুইজারল্যান্ড যারা দশম স্থানে ছিল তারা একাদশ তম স্থানে চলে গেছে।

ঘানা এ বছর স্থানীয় মুদ্রার নিরিখে সবচেয়ে বেশি চাঁদা সংগ্রহ করেছে বা সদস্যরা চাঁদা দিয়েছে। তারা শতকরা ৬০ ভাগ চাঁদা বৃদ্ধি করেছে। অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে তারাও সংগ্রহের দিক থেকে অনেক এগিয়ে এসেছে। এরপর একটি আরব দেশ রয়েছে তারপর রয়েছে কানাডা এবং অন্যান্য জামাত যথাক্রমে।

মাথাপিছু চাঁদা প্রদানের দিক থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মাঝে দু'টো আরব দেশ ছাড়াও প্রথম স্থানে সুইজারল্যান্ড রয়েছে। পূর্বে তারা প্রথম স্থানে ছিল এখন আরব দেশগুলোতে কুরবানীর প্রেরণা ও চেতনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাথাপিছু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আমেরিকা চতুর্থ স্থানে, অষ্ট্রেলিয়া পঞ্চম, যুক্তরাজ্য ষষ্ঠ স্থানে, জার্মানী সপ্তম স্থানে রয়েছে। নরওয়েতেও উন্নতি হচ্ছে এবং তারা নবম স্থানে রয়েছে। ছোট জামাতগুলোর মধ্যে সিঙ্গাপুর, ফিনল্যান্ড, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের চারটি জামাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আফ্রিকার দেশগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোটের ওপর ঘানা, নাইজেরিয়া, মরিশাস, বুর্কিনাফাঁসো, তাঞ্জানিয়া, গাম্বিয়া ও বেনীন রয়েছে। চাঁদা দাতার মোট সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর আমি সব সময় জোর দিয়ে থাকি, সামান্য টোকেন হিসেবে নিয়ে হলেও চাঁদা দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে আর জামাতগুলোকে এর জন্য টার্গেটও দেয়া হয়েছিল। এ বছর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তাহরীকে জাদীদে চাঁদাদাতার সংখ্যা ১৩ লক্ষ ১১ হাজারে পৌঁছেছে। আর এ বছর ১ লক্ষ নতুন চাঁদাদাতা এতে যোগ দিয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া এক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে, চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা প্রায় শতকরা ৯৪ভাগ মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কানাডাও অনেক চেষ্টা করেছে, তাদের প্রায় ৯১ ভাগ মানুষ তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় যোগ দিয়েছে। ভারতেও এক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে, রিপোর্ট আসেনি, মনে হয় তারাও এর কাছাকাছি হবে। রিপোর্ট না পাঠিয়ে থাকলে পাঠিয়ে দিন। আফ্রিকান দেশগুলোতে এক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে। মালি এ বছর অনেক কাজ করেছে, বুর্কিনাফাঁসো, কঙ্গো-ব্রাজাভিল (Congo-Brazzaville), গিনি কোনাকুরি, ক্যামেরুন, ঘানা, সেনেগাল, সাউথ আফ্রিকা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি চাঁদা দাতা অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছে।

তাহরীকে জাদীদের প্রথম দফতরে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা হলো ৫ হাজার ৯শত ২৭। তাদের মাঝে ৮৫ জন আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনও জীবিত আছেন এবং রীতিমত চাঁদা দিচ্ছেন। বাদবাকী প্রয়াত ৫ হাজার ৮শত ৪২জনের খাতাও তাদের উত্তরাধিকারীরা খুলে দিয়েছেন বা জারি করেছেন।

পাকিস্তানে তিনটি বড় জামাত যারা উল্লেখযোগ্য কুরবানী করেছে তাদের মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে কুরবানীকারী অন্য জামাতগুলো হলো, ইসলামাবাদ, মুলতান, কোয়েটা, পেশাওয়ার, হায়দ্রাবাদ, মিরপুর খাস, ডেরাগাযীখান, ভাওয়ালপুর, ভাওয়াল নগর এবং ঝং।

কুরবানীর ক্ষেত্রে যে দশটি বড় জেলা সর্বাগ্রে রয়েছে সেগুলোর মাঝে শিয়ালকোট প্রথম স্থানে, ফয়সালাবাদ দ্বিতীয়, সারগোদা তৃতীয়, উমরকোট চতুর্থ, গুজরাওয়ালা এবং গুজরাট পঞ্চম স্থানে, টোবাটেক্সিং ষষ্ঠ স্থানে, মিরপুর আজাদ কাশ্মির সপ্তম, উকাড়া অষ্টম, নানকানাসাহেব এবং সাঙ্গড় রয়েছে এরপর যথাক্রমে।

গত বছরের তুলনায় নিম্নলিখিত জামাতগুলো বেশি চাঁদা দিয়েছে। ছোট জামাতগুলো হলো হায়দ্রাবাদ, সাবুনদাস্তি, ঘটিয়ালা, শাহদাতপুর, খোখর পশ্চিম, কুনরি চকনও, পুনিয়ার, সাঁহিওয়াল, বশিরাবাদ স্টেট, এনায়েতপুর ভাটিয়া।

জার্মানির শীর্ষ দশটি জামাতের নাম হলো, নয়েস, রোয়েডেমার্ক, ফ্লোরয্হাইম, কোলন, নিদা, মাহদী আবাদ, নাইযামবার্গ, ফ্রেডবার্গ, ডারভেশ এবং কোবলেঞ্জ। দশটি স্থানীয় ইমারত হলো, হ্যামবুর্গ, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট, গ্রসগেরাও, ডামস্ট্যাড,উইযবাদেন, ম্যানহাইম, মোরফিল্ডেন, ওয়াল্ডফ, ওয়েস্টানবাগ, ওয়েটস্টেড, অফেনবাখ্।

আমেরিকার জামাতগুলো হলো, সিলিকন ভ্যালী, ডেট্রয়েট, লস এ্যাঞ্জেলেস, সিয়াটল, সেন্ট্রাল ভার্জিনিয়া, ইয়র্ক হ্যারিসবার্গ।

ইংল্যান্ডের প্রথম পাঁচটি রিজিওন হলো, যথাক্রমে লন্ডন-এ, লন্ডন-বি, মিড ল্যান্ডয, নর্থ ইষ্ট এবং সাউথ।

মাথাপিছু সংগ্রহের দিক থেকে ইংল্যান্ডের অঞ্চলগুলো হলো, ইসলামআবাদ প্রথম স্থানে রয়েছে, মিডল্যান্ড, সাউথইষ্ট, সাউথওয়েষ্ট, নর্থ ইষ্ট, এবং স্কটল্যান্ড।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের প্রথম দশটি বড় জামাত হলো, মসজিদ ফযল প্রথম স্থানে এরপর রেইন্সপার্ক, ওস্টার পার্ক, নিউ মল্ডেন, জিলিংহাম, বার্মিংহাম সাউথ, হ্যাটনহিথ, উইম্বলডন পার্ক, ব্র্যাডফোর্ড এবং গ্লাসগো।

ছোট জামাতগুলোর মাঝে প্রথম স্থানে রয়েছে লেমিংটন স্পা, ওলবার হ্যাম্পটন, স্পেনভ্যালী, কভেন্ট্রি, নিউকাসল।

চাঁদা প্রদানের দিক থেকে ছোট জামাতগুলো হলো, ডুনান, কর্নওয়াল, মিন্টন স্পা, স্পেন ভ্যালী, সোয়ানসি এবং উলভারহ্যাম্পটন।

কানাডার জামাতগুলো হলো, ক্যালগেরী প্রথম স্থানে রয়েছে, পিসভিলেজ, টরন্টো, ভন, ভেনকুভার।

সংগ্রহের দিক থেকে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামাত হলো যথাক্রমে, এডমন্টন, ডারহাম, সাস্কাটুন সাউথ, মিল্টন, জর্জ টাউন এবং আটোয়া ওয়েস্ট।

অস্ট্রেলিয়ার দশটি প্রথম জামাত হলো যথাক্রমে, কাসেল হিল, মেলবোর্ন সাউথ, ব্রিসবেন লোগান, ব্রিসবেন সাউথ, ক্যানবেরা, এডিলেড সাউথ, ল্যাম্পটন, হ্যাম্পটন ব্ল্যাক টাউন, মাউন্ট ড্রুইট, মার্সডেন পার্ক।

ভারতের শীর্ষ দশটি জামাত হলো যথাক্রমে, কেরেলার কেরোলাই, হায়দ্রাবাদ, কেরেলার ক্যালিকাট, কাদিয়ান, কেরেলার পারথাপ্রেম, কেরেলার কান্নুর টাউন এবং কেরেলার পাঙ্গাডী। এছাড়া ভারতের দশটি প্রদেশ হলো, কেরেলা, তামিলনাডু, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী, মহারাষ্ট্র।

আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক কুরবানীতে অংশগ্রহণকারীদের ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে তাদেরকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।